বীরেন্দ্রনাথ সরকার

পৃষ্ঠা ৫-৬

রিসাইটাল স্ফেরিকাল
News বাংলা 24×7

রিসাইটাল স্ফেরিকাল রবিবার

একটি ভিন্নধর্মী শিল্প পত্রিকা

ই-পত্রিকা | সংখ্যা -৩ | recitalspherical.org | ২৮.১১.২০২১ | ____ /-

প্রিয়াঙ্কা দত্ত : লাল গ্রহ দিবস (Red Planet Day), ২৮শে নভেম্বর, এই গ্রহটিকে স্বীকৃতি দেয় যা অসংখ্য বছর ধরে মানব পর্যবেক্ষকদের বিমোহিত করেছে, মঙ্গল (Mars)। আমরা জানি যে, আমেরিকান রোভারগুলি থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসা ফটোগ্রাফগুলির জন্য মঙ্গল গ্রহটি লাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, নগ্ন মানুষের চোখ রাতের আকাশে ঝলকানো সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহের লালচে আভা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।বিজ্ঞানীরা খুব কমই জানতেন, মঙ্গলের পৃষ্ঠে লাল লোহার অক্সাইড, সাধারণ মরিচা থেকে এসেছে। লাল গ্রহ দিবসে আমরা মঙ্গল গ্রহের প্রতি আমাদের মুগ্ধতা উদযাপন করি, সাথে ধূলিময় গ্রহটি বোঝার সমস্ত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি।

লাল গ্রহ দিবসের ইতিহাস:

প্রায় 400 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ব্যাবিলনীয়রা স্বর্গীয় ঘটনাগুলির রেকর্ড রাখতে শুরু করেছিল। তারা মঙ্গলকে "নেরগাল", দ্বন্দ্বের রাজা বলে, স্পষ্টতই গ্রহের রঙ এবং শত্রুদের সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ের সময় ছড়িয়ে পড়া রক্তের মধ্যে সংযোগের কারণে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানরাও অবশ্যই এই সংস্থাটি তৈরি করেছিল, কারণ তাদের উভয় প্যান্থিয়নে, এরেস এবং মঙ্গল, যথাক্রমে, যুদ্ধের দেবতা হিসাবে পরিচিত ছিল।

সময়ের সাথে সাথে এবং এটি একটি সম্ভাবনা হয়ে ওঠে যে মানুষ একদিন তারার মধ্যে ভ্রমণ করতে পারে, লেখক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতারা লাল গ্রহের চারপাশে বিস্ময়ের অনুভূতি থেকে নিজেদেরকে কাজে লাগাতে পারে এবং সেই মরিচা মাটিতে হাঁটার কল্পনা করে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর কাজগুলি তৈরি করেছিল।একটি বড় প্রশ্ন ছিল মঙ্গল গ্রহে ভাল পুরানো ধাঁচের জল আছে কিনা, গ্রহের কোন প্রাণের উৎস। ফ্লাইবাই মিশন মেরু বরফের ছিদ্র সনাক্ত করেছে। প্রাচীন "খালগুলি"কে একটি অপটিক্যাল বিভ্রম হিসাবে দেখানো হয়েছিল, কিন্তু এটি অনেক বিশ্বাসীদের অনুমান করা থেকে বিরত করেনি যে সূর্য থেকে চতুর্থ গ্রহে আগে সভ্যতা ছিল।

এটি এখনও যুক্তিযুক্ত যে ১৯৫০-এর লেখক রবার্ট হেইনলেনের ক্লাসিক উপন্যাস "স্ট্রেঞ্জার ইন এ স্ট্রেঞ্জ ল্যান্ড" থেকে শুরু করে ম্যাট ডেমন অভিনীত ২০১৫-এর রিডলি স্কট ফিল্ম, "দ্য মার্টিন" পর্যন্ত মঙ্গলে জীবনের ধারণার চারপাশে কল্পনাগুলি ফুলে উঠেছে। এই শতাব্দীতে, অরবিটার মিশন এবং রোভার মিশনগুলি মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য ফেরত পাঠায়, যতক্ষণ না নাসা এবং এর আন্তর্জাতিক সহযোগীরা মঙ্গলে মনুষ্যবাহী মিশনের পরিকল্পনা শুরু করে।

এখন, জাতীয় লাল গ্রহ দিবস ২৮ নভেম্বর, ১৯৬৪-এ মেরিনার ৪ মহাকাশযান উৎক্ষেপণের স্মরণে পালন করে। মেরিনার ৪ মঙ্গল গ্রহের প্রথম সফল ফ্লাইবাই পারফর্ম করে মঙ্গল গ্রহের প্রথম ছবি ফিরিয়ে দেয়।মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য:

* মঙ্গল গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে যুদ্ধের রোমান দেবতার নামে।
* মঙ্গল গ্রহ লাল কারণ এর মাটি এবং পাথরে প্রচুর পরিমাণে আয়রন অক্সাইড রয়েছে।
* মঙ্গল গ্রহের ব্যাস প্রায় ৬,৭৯১ কিলোমিটার।
* এর মাধ্যাকর্ষণ হ্রাসের কারণে, মানুষ পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল গ্রহে তিনগুণ বেশি লাফ দিতে পারে।
* মঙ্গল গ্রহের দুটি চাঁদ রয়েছে - তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ডেইমোস এবং ফোবস।
* প্রায় 30 থেকে 50-মিলিয়ন বছরের মধ্যে, ফোবস হয় মঙ্গল গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে বা এটি গ্রহে বিধ্বস্ত হতে চলেছে।
* মঙ্গল গ্রহের গড় তাপমাত্রা -৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (-৪৫.৫৫ ডিগ্রি)
* মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মিথেন আছে। এটি জৈবিক কার্যকলাপ বা ভূতাত্ত্বিক কার্যকলাপের কারণে হতে পারে। এই মুহূর্তে, বিজ্ঞানীরা জানেন না কোনটি।
* মঙ্গল গ্রহের 6টি সক্রিয় মানবসৃষ্ট উপগ্রহ রয়েছে যা এর চারপাশে ঘুরছে।

পৃথিবীতে লাল গ্রহ দিবস পালন করা : একজন ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার অনুরাগী হোক বা না হোক, তাদের এই দিনটি উপভোগ করার জন্য ব্যস্ত ছুটির মরসুম থেকে সময় বের করা উচিত। তারা মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে শিখে বা মঙ্গল গ্রহে লোকেদের রাখার জন্য নাসা-এর ক্রমাগত অনুসন্ধান সম্পর্কে আরও শিখে এটি করতে পারে। অবশ্যই, মঙ্গল গ্রহের চূড়ান্ত মানব দখলের দিকে কাজ করা একমাত্র নাসাই নয়। তাই লোকেদের সেখানে যাওয়া উচিত এবং এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে আরও শিখতে হবে। যখন তারা তা করছে, তখন তাদের এই ছুটির কথা বহুদূরে ছড়িয়ে দিতে #RedPlanetDay হ্যাশট্যাগটিও ব্যবহার করা নিশ্চিত করা উচিত। "The Martian," "John Carter," "Total Recall," "Red Planet" এবং "Ghosts of Mars" এর মতো মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে কিছু সিনেমা দেখার জন্যও এটি একটি ভাল দিন।

বিজ্ঞাপন

আলেকজান্ডার ব্লক

আলেকজান্ডার ব্লক

রাখী সাঁফুই । ২৮.১১.২০২১

রাশিয়ার শহর সেইন্ট পিটার্সবার্গে ২৮ শে নভেম্বর ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন আলেকজান্ডার ব্লক। পেশায় ছিলেন তিনি একজন লেখক। একের পর এক কবিতা থেকে নাটক ইত্যাদি লিখে তিনি লেখক মহলে এক বড় অংশ দখল করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবন

আলেকজান্ডার ব্লক রাশিয়ার শহর সেইন্ট পিটার্সবার্গে বসবাস করত। গ্রীষ্মের ছুটি তিনি তাঁর দাদুর সাথে সময় কাটাতো মস্কোর কাছে। সেখানেই তাঁর আলাপ হয় দিমিত্রি মেন্ডেলিভ এর সাথে। পরবর্তীকালে তাঁর মেয়ে লিউবভ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ,সাল তখন ১৯০৩। তবে সময়ের সাথে সাথে নানান ভাবে নানান সম্পর্কে আলেকজান্ডারের জড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল।

লেখালেখি

আলেকজান্ডার ব্লক এর লেখা ২০ শতকের রাশিয়ার প্রথম দিকে বেশ প্রচলিত ছিল। তার লেখা গুলির মাধ্যমে প্রতিবাদীত ভাব বারংবার ফুটে উঠেছিল। তাই তাঁর রচনাগুলি অনেক প্রতীকবাদী প্রকাশক দ্বারা মুদ্রিত হয়েছিল । তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল তাঁর লেখনীর শব্দগুচ্ছ ও লেখ্য বিষয়সমূহ।কবি দর্শনের প্রতিও মুগ্ধ ছিলেন এবং নিজেকে ধর্মীয় চিন্তাবিদ এবং রহস্যবাদী ভ্লাদিমির সলোভিভের বন্ধু এবং ভক্তদের মধ্যে গণ্য করেছিলেন।সলোভিওভের দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল মহাজাগতিক সত্তা সোফিয়া, অর্থোডক্স ধর্মতত্ত্বে ডিভাইন উইজডমের মেয়েলি প্রকাশ, যা ব্লকের সাথে ব্যাপকভাবে অনুরণিত হয়েছিল। যা বিশেষ করে বিউটিফুল লেডির কবিতার চক্রে ছড়িয়ে পড়ে।

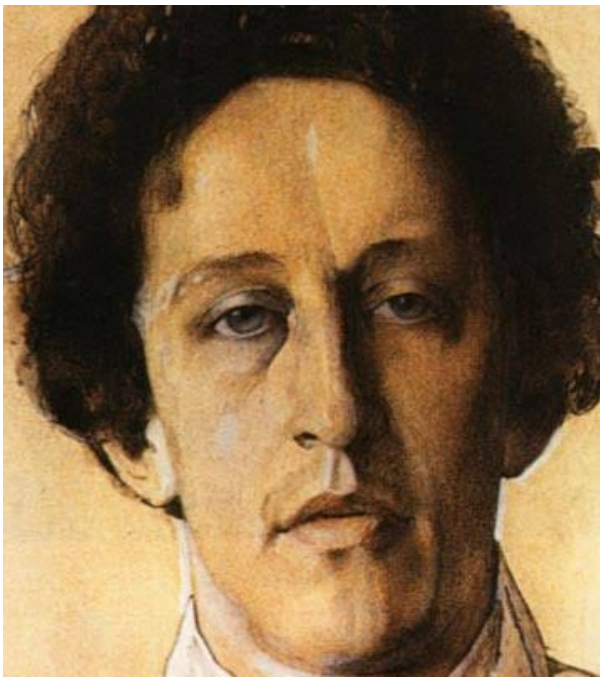

তাঁর বিখ্যাত কিছু রচনা

প্রথম বইতে উপস্থাপিত আদর্শিক রহস্যময় চিত্রগুলি ব্লককে রাশিয়ান প্রতীকী শৈলীর একজন প্রধান কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল। তাঁর পরিণত কবিতাগুলি প্রায়শই আদর্শ সৌন্দর্যের প্লেটোনিক তত্ত্ব এবং ফাউল শিল্পবাদের হতাশাজনক বাস্তবতার মধ্যে সংঘর্ষের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় (The Puppet Show, ১৯০৬)।পরবর্তী সময় কবিতার সংকলন, দ্য সিটি এর জন্য তৈরি করেছিলেন, যা ছিল ইম্প্রেশনিক এবং ভয়ঙ্কর উভয়ই। কবিতার রৌপ্য যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।১৯১০-এর দশকে, সাহিত্যিক সহকর্মীদের দ্বারা ব্লককে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত করা হয়েছিল এবং তরুণ কবিদের উপর তার প্রভাব কার্যত অতুলনীয় ছিল।

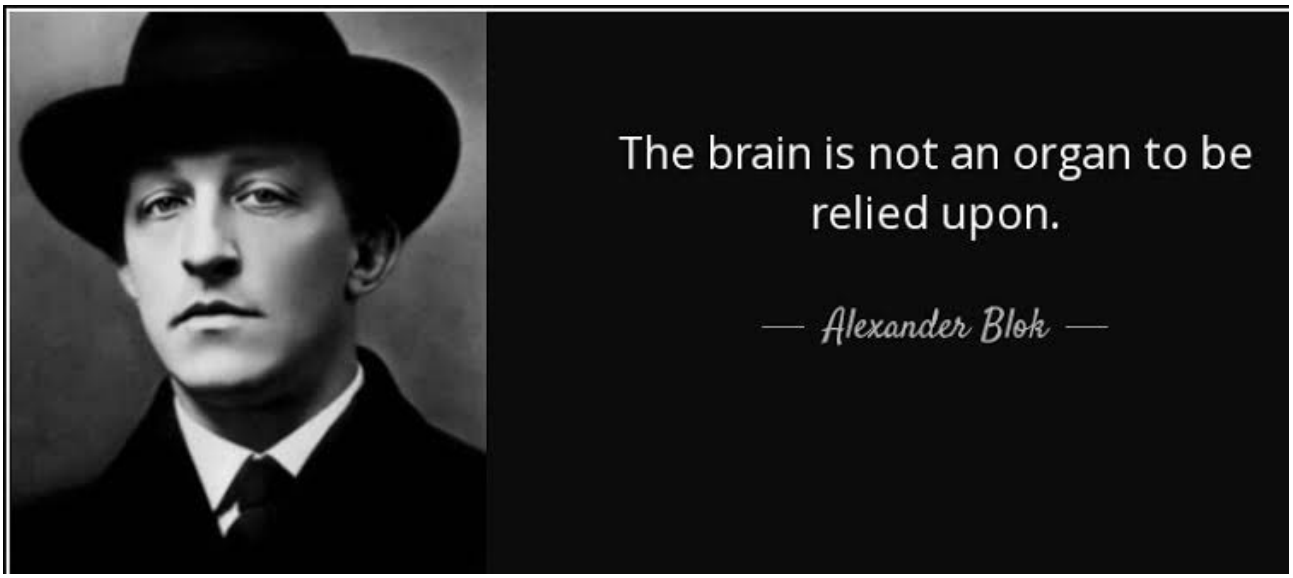

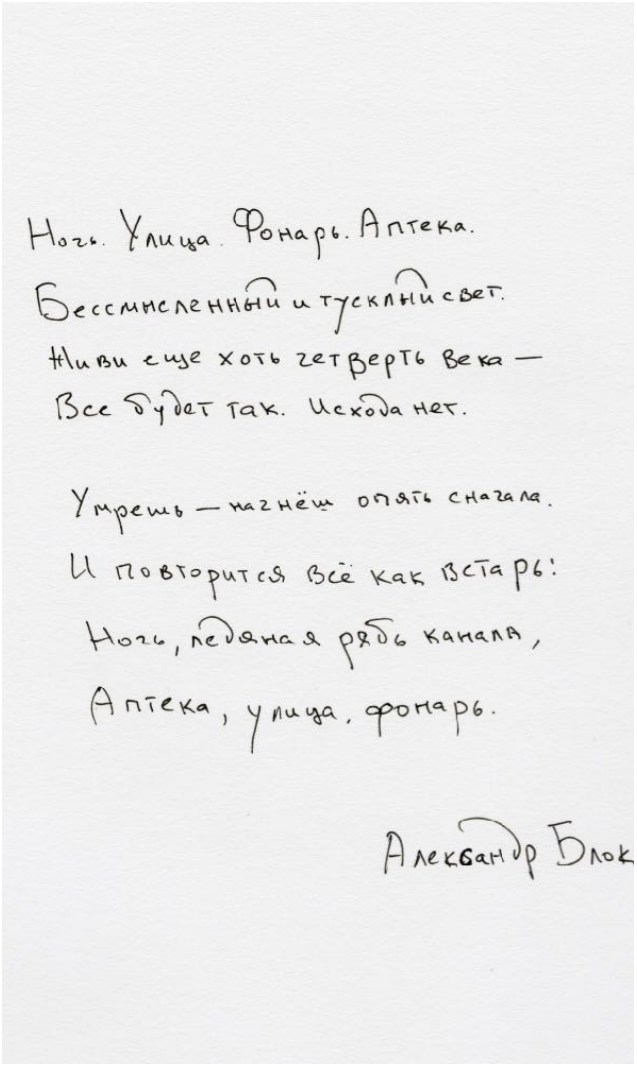

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнёшь опять сначала.
И повторится всё как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Александр Блок

শহুরে লোককাহিনী, ব্যালাড এবং ডিট্টি কে কেন্দ্র করে রচনা আরম্ভ করেছিলেন। তিনি জনপ্রিয় চ্যান্সোনিয়ার মিখাইল সাভোয়ারভের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যাতে আধুনিক ভাষা এবং নতুন চিত্রের সন্ধানের প্রতিদিনের জোর দিয়েছিলেন।

শেষ জীবন

৪১ বছর বয়সে, রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন তাঁর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে মারা যান।প্রথমে হাঁপানি, তারপর স্কার্ভিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও সাংসারিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবিকা জীবনে টানাপোড়েন তিনি বিপুল ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

শুধুমাত্র তাই নয়, শেষের দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন বলেও জানা যায়। আগে দেশত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে শেষের দিকে একটি এক্সিট ভিসা চেয়েছিল - অন্তত বিদেশে চিকিৎসার জন্য। তবে শেষ রক্ষা হল না, ৭- ই আগস্ট ১৯২১ সালে মারা যান তিনি।

বিখ্যাত এই কবির মৃত্যুর পর আনা আখমাতোভা একটি এপিটাফ লিখেছেন,সেখানে তিনি ব্লককে বর্ণনা করেছিলেন ,-“Our sun, extinguished in torment.”

তার মত অনুসারে, এমন অনেক বিখ্যাত কবি ,লেখক, সংগীত শিল্পী আগেও মারা গিয়েছিলেন । তবে বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে গেলে তাদের দেহ কেবল উপলব্ধ নয়। এই কথার বিশ্লেষণে তিনি জানান, মৃত্যুর পরে মানুষগুলো হারিয়ে গেলেও তাদের লেখা যুগ যুগ ধরে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। ঠিক এমন ভাবেই হারিয়ে যাওয়া লেখক আলেকজান্ডার ব্লকের লেখা ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার : ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও কোলকাতার নিউ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা

শিপ্রা হালদার

বীরেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজকও কোলকাতার নিউ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা।অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী এন এন সরকারের দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্রনাথ লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করেছিলেন। বি এন সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রাক্টর হিসেবেই কাজ শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু একটা সিনেমা থিয়েটার তৈরী করার সময় তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কে উৎসাহ জাগে। ১৯৩০ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়েসে চিত্রা আর নিউ সিনেমা নামে দুটো সিনেমা হল খুললেন। সিনমা হল তো খুললেন, কিন্তু সেখানে দেখাবার জন্য ভালো ছবিও চাই। ১৯৩০ সালের শেষাশেষি পি এন রায়কে উদ্বুদ্ধ করে দুজনে মিলে স্থাপন করলেন ইণ্টারন্যাশেনাল ফিল্মক্রাফট কোম্পানী। সেই একই বছর আরেকটি ফিল্ম প্রডাকশন কোম্পানীও কলকাতায় খুলেছিল - সেটি ছিল প্রমথেশ বড়ুয়ার বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিট।

এক অপরিচিত চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রবেশ ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষের হাত ধরে। প্রথম প্রথম যত অসুবিধেই হোক, সড়গড় হতে সময় লাগেনি। কারণ বরাবরই সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকা মানুষ ছিলেন তিনি। শিল্পচেতনা আর সাহিত্যবোধ ছিল প্রখর। স্থিতধী, আত্মবিশ্বাসী, সর্বোপরি স্বাধীনচেতা এই মানুষটি নিজে যা ভাবতেন ঠিক তাই করতেন। গত শতকের বিশের দশকে ইংল্যান্ড থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যখন দেশে ফিরলেন, তখন বাংলা বা ভারতীয় সিনেমার গোড়ার যুগ। কলকাতা কর্পোরেশনে শুরু করলেন কনট্র্যাক্টরি। কিন্তু তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধির পাশাপাশি শিল্পীসুলভ মন থাকায় বীরেন্দ্রনাথ চাইছিলেন আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে এ দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। আর তা ফিল্মের মাধ্যমেই। ফলে কর্মক্ষেত্র বদল করে চলে এলেন ছবির জগতে। তৈরি করলেন নিউ থিয়েটার্স।এই নিউ থিয়েটার কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলো ১৯৩১ এর ১০ ই ফেব্রয়ারি । বাঙালিদের চিত্তবিনোদনের জন্যে প্রিয় সংস্থা দুটির মধ্যে একটি ছিল -নিউ থিয়েটার্স আর অপরটি মোহনবাগান। আসলে বীরেন্দ্রনাথের এ অভিপ্রায়ের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর বাঙালি মন। প্রায় দুঃসাহসিক ভাবেই তিনি ছবির জগতে ঢুকেছিলেন। তখন শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতের ছবির জগতেই একচেটিয়া আধিপত্য ম্যাডান থিয়েটার্সের।

বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ।কখনও বিচলিত হতেন না তিনি। দেশভাগ-দাঙ্গায় যখন দর্শকের একটা বড় অংশ হারিয়ে গেল সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে, দর্শকাভাবে ছবির বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, তখনও বীরেন্দ্রনাথ তাঁর নিউ থিয়েটার্সকে ছেঁটে ছোট করে ফেলেননি। নির্দ্বিধায় নিজের সঞ্চিত অর্থভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানির ব্যয়ভার চালু রেখেছিলেন... সকলকে নিয়ে চলা টাই তার উদ্দেশ্য ।নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সারা দেশে তাঁর খ্যাতি তখন তুঙ্গে। বলছেন, ‘‘ব্যক্তিগত ভাবে কোনও বাদই আমি বুঝি না— এক জাতীয়তাবাদ ছাড়া... চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের দিক অবশ্য রয়েছে— তাকে আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের দিকটাকেই আমি বড় করে দেখিনি। এর আভ্যন্তরীণ শিল্পময়ী প্রতিভার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম... জাতির সাহিত্য, কৃষ্টি— হাসি-কান্নার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠবে রুপালী পর্দায়— চলচ্চিত্রের সেই রূপেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। জানি না, আমার সে-ই কল্পনা কতখানি সাফল্যের রূপ পরিগ্রহণ করেছে, সেকথা জনসাধারণই বলতে পারেন...’’এক বার বিমল রায় ‘পহেলা আদমি’ ছবিটা বানিয়ে প্রথম প্রোজেকশনে তা দেখিয়েছেন বি এন সরকারকে। দেখামাত্রই তাঁর মন্তব্য, ‘‘বেশ ভাল ছবি হয়েছে। তবে রোমান্টিক সিনে যেখানে হিরোইনের আঁচল খুলে পড়ে গেছে, ওই শটটা রিটেক করবেন।’’ বিমল রায় বললেন, ‘‘আঁচলটা হাওয়ায় পড়ে গেছে।’’ এর পর বীরেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি অমোঘ— ‘‘এবারে আঁচলে সেপটিপিন লাগিয়ে নেবেন। মনে রাখবেন আমাদের ছবি ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা দেখতে আসে। ছোটলোকের ছেলেরা আমাদের ছবি দেখে ভদ্রলোক হয়ে হাউস থেকে বেরোয়।’’

তার এরূপ মন্তব্য নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে আজ। কিন্তু এ থেকে এমন ধারণা করা ভুল যে, তিনি অন্যের কাজে নাক গলাতেন। বরং ঠিক উল্টো, স্টুডিয়োয় কখনও কারও কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। বিশ্বাস করতেন, শিল্পীরা স্বাধীনতা পেলে তবেই তাঁরা তাঁদের সেরা সৃষ্টিটি করতে পারেন।

নিউ থিয়েটার্সে ছবি বানানোর প্রতিটি বিভাগে ছিল অবাধ স্বাধীনতা। নানা নিরীক্ষা আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে কলাকুশলীরা তাঁদের কাজের উৎকর্ষের প্রমাণ দিতেন প্রতিনিয়ত। তপন সিংহ লিখেছেন সে অভিজ্ঞতা— ‘‘আমি নিউ থিয়েটার্সে ঢুকেছিলাম ১৯৪৫-৪৬ সালে। সে সময় নিউ থিয়েটার্সকে যা দেখেছি পরবর্তী ষাট বছরে তা আমি কোথাও দেখিনি... মাস্টারমশায়রা সকলেই ছিলেন স্কলার... সাউন্ড বা ফোটোগ্রাফির মতো কাজে ফর্মুলা অনুযায়ী টেকনোলজি শেখানো বড় কথা নয়। নিউ থিয়েটার্স একে আমলই দিতেন না। তাঁরা শিক্ষা দিতেন টেকনোলজির সঙ্গে তার এসথেটিক্সটা জানবার জন্যে। এই এসথেটিক্স জানবার জন্য একটা অন্য ধরনের মানসিকতা প্রয়োজন হয়। নিউ থিয়েটার্স এই মানসিকতাও কী অনায়াসে তৈরি করে দিতেন।’’

এসবের পাশাপাশি তপন সিংহ বলেছেন যে, বীরেন্দ্রনাথ বরাবর ‘অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। এই দূরত্ব তাঁকে চিরকাল সম্মান দিয়ে এসেছে।’ একই সঙ্গে এও লিখেছেন, ‘বিরাট হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। এমন কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন না যাঁদের তিনি সাহায্য করেননি।’ বাংলা-সহ হিন্দি, উর্দু, তামিল, তেলুগু, ইংরেজি... বিভিন্ন ভাষায় প্রায় একশো পঁয়ষট্টিটি ছবি তৈরি হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সে। হাতিমার্কা ব্যানারে শেষ ছবি ‘বকুল’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তার পরে ছবি প্রযোজনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও সিনেমা সংক্রান্ত গঠনমূলক কাজে কখনও পিছপা হননি বীরেন্দ্রনাথ।

নিউ থিয়েটার্সে তৈরী হল বাংলার দ্বিতীয়* সবাক চিত্র শরত্ চন্দ্রের 'দেনাপাওনা' ।ছবির পরিচালনায় ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তার পরে পরেই আরও দুটি ছবি নিউ থিয়েটার্সে তৈরী হল - 'চিরকুমার সভা' এবং 'পল্লীসমাজ'। পল্লীসমাজের পরিচালক ছিলেন স্বনামধন্য শিশির ভাদুরী। তা সত্বেও ছবিগুলি তেমন চলল না। ১৯৩২ সালে নিউ থিয়েটার্সে আমন্ত্রণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে 'নটীর পূজা' করালেন। সেই নৃত্যনাট্যটিকে ক্যামেরায় ধরে রাখা হল।

নিউ থিয়েটার্সের আরেকটি বিখ্যাত ছবি হল প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ১৯৩৫ সালের ছবি 'দেবদাস'। এর বাংলা ছবিতে নায়ক ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, হিন্দী ভাষান্তরে নায়ক করা হয়েছিল সাইগলকে। নায়িকা দুই ছবিতেই যমুনা বড়ুয়া। সিনেমার ইতিহাসে 'দেবদাস' বিখ্যাত হয়ে থাকবে শুধু সামাজিক সমস্যার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য নয়, চলচ্চিত্রের যে ভাষা - সেটির উপর সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যেও। সময়মত কাট করে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করা, ক্লোজ-আপের উপযুক্ত ব্যবহার, মণ্টাজের সুপ্রয়োগ - সব কিছু মিলে 'দেবদাস' প্রমথেশের একটি অপূর্ব কীর্তি। 'দেবদাস' ছবিতে অভিনয় ক্যামেরাম্যানের কাজ করেছিলেন বিমল রায়, যিনি পরে বিখ্যাত পরিচালক হিসাবে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পান।

কোনো সিনেমা প্রডাকশন কোম্পানীর সাফল্যের মূলে থাকে বহু লোকের অবদান - ভালো গল্প, তার স্ক্রিপ্ট থেকে শুরু করে, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মিউজিক ডিরেক্টর, সাউণ্ড-লাইট ইত্যাদির কলাকুশলী ছাড়াও আরো কত লোক। এদের সবাইকে খুঁজে বার করা, একত্র করা, পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করা খুব একটা ছোটখাটো কাজ নয়। বি.এন সরকার সেই কাজে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন সেটা ভারতীয় সিনেমায় বিরল।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্‌স : বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও বামপন্থার পথপ্রদর্শক

রোহিত মজুমদার

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের জীবন ছিল শুরু থেকেই দ্বন্দ্বে ভরপুর।তিনি ছিলেন একজন পার্সিয়ান কমিউনিস্ট, যিনি জমিদার ভদ্রলোকদেরকে ঘৃণা করতেন এবং একজন মিল মালিক যার সবচেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া। বুর্জোয়াদের একজন ধনী সদস্য হিসাবে, তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন যা তার সহযোগী কার্ল মার্কসের দাস ক্যাপিটালের মতো বিশ্ব-পরিবর্তনকারী বইগুলিতে তার ছাপ রেখেছিল।

কিন্তু অত্যন্ত বিলাসিতার জীবনশৈলী ছেড়ে কেন ১৮৪২ সালে ইংরেজ শিল্পনগরী ম্যানচেস্টারে কাজ করার উদ্দেশ্যে পদার্পণ করা এঙ্গেলস, শ্রমিকদের জেলায় একাধিক কক্ষ ভাড়া নিয়ে শহরের এক অংশে ভদ্রলোকের বাসস্থান বজায় রেখে দ্বিগুণ জীবনযাপন করতে বেছে নিয়েছিলেন? তবে এই সকল প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের এঞ্জেলেসের দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকে পাতা গুলি উল্টে দেখতে হবে।এঙ্গেলস ১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল পার্সিয়ান পুলিশের স্বৈরাচারীতার হাত থেকে তরুণ মৌলবাদীদের রক্ষা করা এবং তার পাশাপাশি ইংল্যান্ডে তার পিতার মালিকানাধীন একটি কল কারখানা পরিচালনায় সহায়তা করা। এবং ইংল্যান্ডে থাকা সময়কালীন তিনি 'মেরি বার্নস' নামে এক আইরিশ নারীকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে বসবাস করতেন।

এঞ্জেলেসর তৎকালীন জীবনে বার্নসের প্রভাব ও সমসাময়িক কমিউনিস্ট চিন্তা ধারাকে বিগত শতাব্দীতে বেশ দীর্ঘ সময় ধরেই সমালোচনামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে বহু বার। এছাড়া এঙ্গেলস কে উৎসর্গকারী বইগুলিতেও তিনি নিজের উপস্থিতিকে সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী রেখেছেন, কেননা তিনি নিরক্ষর ছিলেন। যেহেতু সেই সময়ে শ্রমজীবী আইরিশ শ্রেণীর মহিলাদের কণ্ঠস্বরকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হতনা সমাজ পরিচালকদের দ্বারা তাই তাদের কথা কে সেভাবে তুলে ধরবার সাহস দেখানো সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। ম্যানচেস্টারের তৎকালীন কয়েকজন ঐতিহাসিকদের কঠোর পরিশ্রমকে বাদ দিয়ে, তিনি কে ছিলেন? বা কিভাবে জীবনযাপন করতেন? এর কিছুই বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়নি আজও। তবুও এঙ্গেলসের লেখাগুলি থেকে দারুন ভাবে উপলব্ধি করা যায় নিজের প্রেমিকার কিছু বিশেষ কাজ গুলির মধ্যেই তার নিজের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান ছিল।

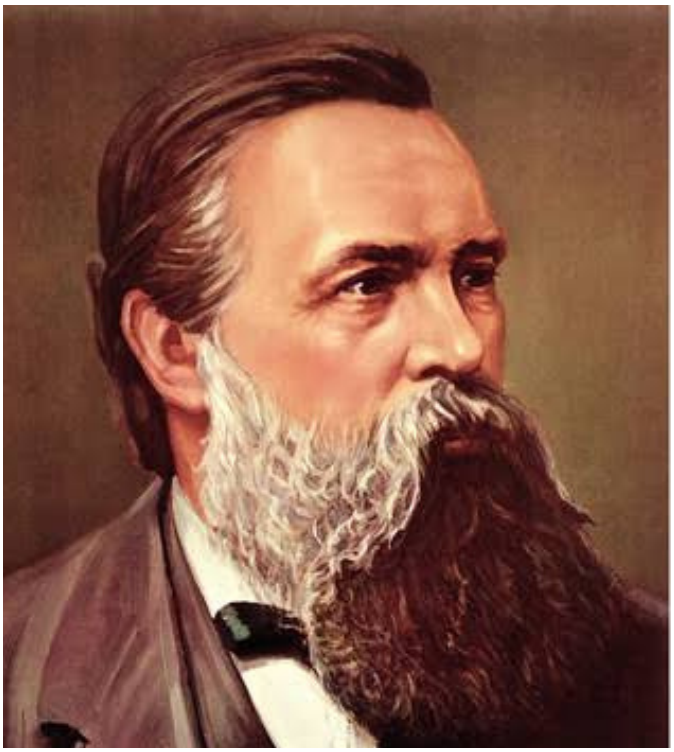

শিল্পবিপ্লবের সময়ে ম্যানচেস্টার যে একজন বামপন্থী চিন্তাধারা সম্পন্ন এঙ্গেলসের জন্যে যে একটি যথাযথ পছন্দ ছিল না তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এটি ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পস্থাপনের সবচেয়ে গুরুতর অঞ্চল। সরকার এবং মুক্তবাণিজ্যের আড়ালে মুনাফাখোর মালিকরা শ্রমিকদের সাথে অত্যন্ত মানবতাহীন ব্যবহার চালাতো। কারখানায় চোদ্দো ঘণ্টা এবং সপ্তাহের ছয় দিনের অলকান্ত পরিশ্রম এবং স্থির কর্মসংস্থান কে এক শ্রেণী স্বাগত জানালেও অদক্ষ শ্রমিকরা খুব কমই কাজের নিরাপত্তা ভোগ করার সুযোগ পেতেন। এছাড়া সমাজের কিছু অংশে মাত্র ছড়িয়ে থাকা নিরবিচ্ছিন্ন পুঁজিবাদ শ্রমজীবী শ্রেণীর শোষণের মাত্রা কে এক ভয়াবহ রূপ দিয়েছিল। আজকের পৃথিবীতে আমরা অনেকেই এঙ্গেলসকে খুবই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে থাকি। অবশ্য তার পাশাপশি আমরা এটাও সমর্থন করে থাকি সমসাময়িকালে তার সমাজের প্রতি করে থাকা আর্থিক সাহায্য ও অনান্য বিষয়গুলিকে। ইংল্যান্ডে কার্ল মার্কসের বেড়ে উঠা এঞ্জেলেসর সাহায্য ছাড়া যে কখনো সম্ভব হতো না, এই বিষয়টিকে কম বেশি সকলেই মান্যতা দেয়। এঙ্গেলসের সম্পাদন ও প্রকাশক হিসাবে কর্মকালীন জীবনে মার্কসের পুঁজিবাদ নিয়ে লিখিত দুটি বই পৃথিবীর সামনে তুলে আনবার ক্ষেত্রেও এঙ্গেলসের ভূমিকা অসীম।এঙ্গেলস নিজের সুদীর্ঘ জীবনকালে মার্ক্সের উপর আসা আঘাত-অপমান বা কখনো মার্ক্সের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এই দুটি বিষয়ের মৃদু আকারে সন্মুখীন হয়েছিলেন বহুবার। তিনি মার্ক্সবাদের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছিলেন বহুবার মার্ক্সের বন্ধুদের একাংশ এঙ্গেলস কে কার্ল মার্ক্সের কর্ম জীবন থেকে কূটনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলি ব্যতীত, যেখানে এঙ্গেলস যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, উত্তরসূরি সাধারণত এঙ্গেলসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে যথাযথভাবে স্পষ্ট না করেই তাকে মার্ক্সের সাথে একত্রিত করেছে।

যাতে করে এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত স্বাধীন পরিচয় সে যুগে বিশেষ ভাবে মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এঙ্গেলদের বামপন্থী চিন্তাধারা কোথাও না কোথাও মার্ক্সের বামপন্থার চেয়ে পৃথক ছিল।ফলস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এঙ্গেলসের লেখা এবং প্রভাব "সত্যিকারের মার্কসবাদ" থেকে কিছু বিচ্যুতি বা বিকৃতির জন্য দায়ী। তবুও সাধারণভাবে পণ্ডিতরা স্বীকার করেন যে মার্কস নিজেই ধারণা ও মতামতের কোনো অপরিহার্য ভিন্নতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। মার্কস-এঙ্গেলসের চিঠিপত্র, যা মার্কসবাদী নীতি প্রণয়নে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রকাশ করে, তা থেকে এই বিষয়গুলি যথাযত স্পষ্ট হয়ে যায়।১৮৪৫ এর দশক হোক বা আজকের ২০২১, বেশিরভাগ মানুষই ' দাস ক্যাপিটালের মত ' শক্ত ও চিন্তা ভাবনায় আঘাতকারী বিষয়বস্তু পড়তে বা বুঝতে অলসতা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এঙ্গেলস নিজের নির্দেশনার দ্বারা রাশিয়া, ফ্রান্স,ইতালি, আমেরিকা জুড়ে বহু পাঠকদের সংগ্রহ করেছিলেন। যাতে তারা সমাজের কাছে বামপন্থার বার্তা কে পৌঁছে দিতে পারেন। শুরু থেকেই এঙ্গেলস চেয়েছিলেন শ্রমজীবীদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়ে বিপ্লবের সূচনা করা। প্রবল বাঁধা ও স্বৈরাচারীতার প্রভাব থাকা সত্বেও বিপ্লবের চেতনাকে কোনোদিন নিম্নমুখী হতে দেননি তিনি। ১৮৭৮ এর সময়ে ইউজেন ডহরিং নামে একজন সমাজতন্ত্রীর দ্বারা মার্ক্সের ধারণার সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায়, এঙ্গেলস বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যেই Herr Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (1878); Herr Eugen Dühring's Revolution in Science, বিরোধী-Dühring নামে বেশি পরিচিত)। মার্কসবাদের পরবর্তী বিকাশের জন্য এই লেখাগুলির গুরুত্ব লেনিনের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে এঙ্গেলস "একটি স্পষ্ট এবং প্রায়শই বিতর্কমূলক শৈলীতে, সবচেয়ে সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলি এবং অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনাকে বস্তুবাদী বোঝাপড়া অনুসারে বিকাশ করেছিলেন।

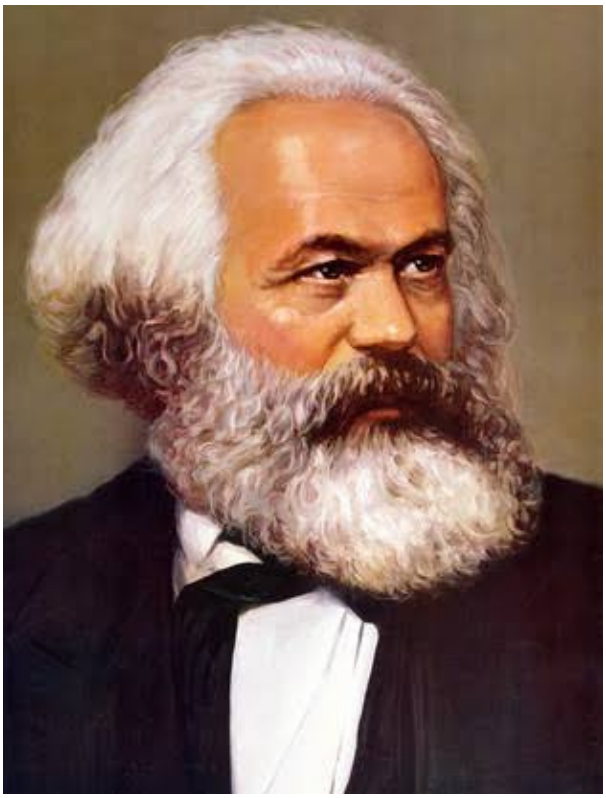

ইতিহাস ও কার্ল মার্ক্সের অর্থনীতির তত্ত্ব যা সাধারণের বোঝা-পড়ার বাইরে ছিল।কিন্তু এঙ্গেলস যথাযত শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে বিষয় গুলিকে আরো সহজ সরল করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মার্কসের কিছু শাসক ধারণা এবং তার বয়সের কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন তা এই ধারণার জন্ম দেয় যে পৃথিবীতে একটি সম্পূর্ণ পৃথক মার্কসবাদী দর্শন রয়েছে। অবশেষে ১৮৮৩ তে কার্ল মার্ক্সের মৃত্যুর পর তিনি মার্ক্সের চিন্তা ধারাকে স্বাধীনভাবে এক নতুন পথে প্রসারিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন।এঙ্গেলস লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে কঠোর পুঁজিবাদের শোষণের বিষয়টিও সম্মিলিত ভাবে উপস্থাপন করে এক নারীবাদের ভিত্তি স্থাপন করে তুলেছিলেন। একইভাবে, এঙ্গেলস ছিলেন পশ্চিমের পুঁজিবাদের সার্থকতার একটি মূল উপাদান হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক মুক্তির মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পথপ্রদর্শন।ভিয়েতনাম থেকে ইথিওপিয়া, চীন থেকে ভেনিজুয়েলা পর্যন্ত, এঙ্গেলসের মুক্তির তত্ত্ব সাম্রাজ্যবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সকলেই বিপুল ভাবে গ্রহণ করেছিল, এমনকি সোভিয়েত সাম্রাজ্য তাকে পূর্ব ইউরোপ জুড়ে মার্ক্সবাদ বিস্তৃত করার জন্য মোতায়েন করেছিল।

অবশেষে ১৮৯৫ তে এঙ্গেলসের জীবনাবসানের সাথে সাথে শ্রমজীবীদের ও সমাজের পক্ষে সরব হওয়া এই মহামূল্যবান ব্যক্তিত্ব চিরতরে হারিয়ে যায় পৃথিবী থেকে। কিন্তু তার চিন্তা-ভাবনা, নীতি-আদর্শ আজও বিলীন হয়ে যায়নি মানুষের মধ্যে থেকে। পৃথিবীর কোনো এক কোনায় যখনই স্বার্থে আঘাত আসে সাধারণ কর্মী শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের প্রতি তখনিই ভেসে ওঠে লাল পতাকা, যেন নতুন করে আবারও গর্জে ওঠে বামপন্থা!